জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নাফিউল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপস্থিত বক্তৃতা (একক) প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মোঃ নাফিউল ইসলাম।

মঙ্গলবার বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চলের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আনিস-আর-রেজার সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ড. মোঃ গোলাম হায়দারের হাত থেকে নাফিউল ইসলাম সম্মাননা গ্রহণ করেন।

খুলনা অঞ্চলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় তাঁর বাচনভঙ্গি, যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপন এবং আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স উপস্থিত বিচারক জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহেজাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রতিযোগিতায় তাঁর এই কৃতিত্ব তাকে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা বক্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

তাঁর এ সাফল্যে কলেজ পরিবারসহ বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানানো হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে চান্স পেলেন আবু নাঈম

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তেলাওয়াতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে

আবু নাঈম।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মডেল মসজিদে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জেলার তিনটি উপজেলা থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

আবু নাঈম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের কৃতি সন্তান ও সোনাপুর দারুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

এর আগে, সোমবার সারাদিনব্যাপী মুজিবনগর উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে জেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নাঈম।

তার এই সাফল্যে তার বাবা-মা সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়া তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নাঈমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দুই ঘন্টার কর্মবিরতি

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা দুইঘন্টা ব্যাপি কর্মবিরতি পালন করেছে।

সোমবার (৫ মে) সকালে ডিসি কোর্টের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালন করে।

বিচার বিভাগের জন্য সূপ্রীম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণকে বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস

বেতন স্কেলের আলোকে বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যমান জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন স্কেল ৭ম-১২তম গ্রেডভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ব্লকপদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধি প্রণয়নের দাবীতে তারা এই কর্মবিরতী পালন করেছে। অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করে।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমাদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তব রাখেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুম, এছাড়াও কোর্টের নাজির সাইফুল ইসলাম নান্নু, সিজেএম আদালতের নাজির হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের কর্মবিরতি

স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ন্যায্য পে-স্কেল নিশ্চিতকরণসহ একাধিক দাবিতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

সোমবার (৫ মে) সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তারা বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ‘মাসদার হোসেন’ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও আজও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি।

তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বিচারকদের জন্য পৃথক পে-স্কেল, বিচারিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলেও সহায়ক কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও, পদোন্নতির সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেকেই দীর্ঘদিন একই পদে থেকে অবসরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তারা আরও বলেন, বর্তমানে জেলা ও দায়রা জজ (১ম গ্রেড) জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা হলেও অধস্তন কর্মচারীদের বেশিরভাগই ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি করছেন। অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম এবং ব্লক পদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ মেলে না।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও চীফ জুডিশিয়াল স্টেনোগ্রাফার শেখ মোহাম্মদ আহসানুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, জাকির হোসেন, সফিকুল ইসলাম (প্রধান তুলনাকারক, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত), অফিস সহায়ক বেদেনা বাবলী, প্রধান তুলনাকারী সহকারী আমিনুল ইসলাম এবং আব্দুল মুত্তালিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের হাজারো নেতা কর্মি ট্রেনে চড়েই খুলনার গনসমাবেশে গেছেন

মেহেরপুর থেকে সবখানে বাস চলাচল করলেও শুধু খুলনার পথে বন্ধ রেখে ছেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। এতে খুলনায় শনিবারের বিভাগীয় গণসমা বেশে যোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রেন বেছে নিয়েছেন। হাজারো নেতা কর্মি নিয়ে ট্রেনে চড়েই খুলনার গণসমাবেশে যোগ দিে লন মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মেহেরপুর জেলার নেতা কর্মি শুক্রবার সকাল থেকে জড়ো হয় আলমডাঙ্গা , চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্টেশনে। পরে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হন তারা।

মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ নেতাকর্মী খুলনার গণসমাবেশে যোগ দেবেন। তারা শুরু হওয়ার আগেই খুলনা পৌঁছে যান বলে সূত্রমতে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশের ধারাবাহিকতায় শনিবার খুলনা মহানগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএ নপি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতেই অনেক নেতাকর্মী বিভিন্ন ভাবে খুলনা চলে গেছেন। অনেকে শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ট্রেনে করে খু লনা পৌছেছেন।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সাধারণ জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন,“দু র্ভোগ ও কষ্ট করে করে হলেও মেহেরপুর বিএনপির নেতাকর্মীরা খুলনার সমাবেশে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন সমাবেশকে ঘীরে সরকার বাস যো গাযোগ বন্ধ করে মানুষের সাথে তামাশা করেছে।”গাংনী উপজেলা বিএনপি র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, খুলনা যাওয়া নেতা- কর্মীদের পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ আরুন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন খুলনার গণ সমাবেশ সফল করতে এবং কর্মীদের উৎসাহ দিতে নেতা- কর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন। দফায় দফায় নেতা কর্মিদের সাে থ আলাপ ও মিটিং করেছেন।

এম এ খালেক মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত, সর্ব মহলের অভিনন্দন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক
মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেককে শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে ভূষিত করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেষ রঞ্জন রায় স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানান।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ভূপেষ রঞ্জন রায় বলেন, মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রাথমি ক শিক্ষা পদক-
২০২২ এ ভুষিত হয়েছেন ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

তিনি আরো জানান, আগামী ১৬ অক্টোবর খুলনা
বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহনের জন্য বিভাগী য় কমিশনার এর কার্যালয় (খুলনা) উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন তিনি।

এদিকে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন মহল তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।